সাহিত্য ও সমাজ

সমাজ চলমান এবং পরিবর্তনশীল। সমাজে নিরন্তন ঘটে চলেছে মানুষের বিরহ মিলনের পালা, মনের নিভৃতে সঞ্চিত কত আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থ পরিণতি। মানুষকে নিয়েই সমাজ, মানুষের জন্যেই সমাজ। তাই দেশকালের ঘটনা নিয়ে রচিত হয় সাহিত্য। সমাজ পরিবর্তিত হয় — পরিবর্তিত হয় তার রীতিনীতি, আদব-কায়দা। সাহিত্যের বিষয়ে এবং আঙ্গিকেও তাই যুগে যুগে পরিবর্তন দেখা যায় — রূপান্তর ঘটে তার চেহারায় এবং আঙ্গিকে। অবশ্য এই পরিবর্তন সত্ত্বেও সাহিত্যের মধ্যে বিধৃত হয় মানুষের চিরকালীন রূপটি। সাহিত্যিকেরা সাহিত্য সৃষ্টির সময় তাই সমাজকে উপেক্ষা করতে পারেন না। কখনো তাঁরা সমাজকে নিরপেক্ষভাবে দেখেছেন, কখনো তাঁদের রচনায় সমাজের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ পেতে দেখা যায় — কিন্তু কেউই সমাজের প্রতি উদাসীন হয়ে সাহিত্য রচনা করেন নি। শেকস্‌পীয়র তাঁর রচনায় সমকালীন ইংলণ্ডের চেহারাটিকে প্রতিফলিত করেছেন; টলস্টয়, গোর্কী বা ডস্টয়েভস্কির রচনায় খুঁজে পাওয়া যায় সমকালীন রাশিয়ার সমাজকে। আমাদের দেশেও মধুসূদন - বঙ্কিমচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র - তারাশঙ্কর ইত্যাদি লেখকদের রচনায় সমকালীন সমাজের আদলটি স্পষ্ট।

সুতরাং সাহিত্যে সমাজের প্রতিফলন বাস্তব সত্য। কোন দেশের সাহিত্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে সে দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চেহারাটিও। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সমাজ পরিবেশ এক হতে পারে না—ভিন্নতা তার নিসর্গে, তার জীবন-চর্যায়,

Scanned with CamScanner

জীবনদর্শনে। বিশেষ দেশের সাহিত্যে আঞ্চলিক বস্তুটি থাকলেও সাহিত্যে মানুষের চিরন্তন সত্যের প্রকাশ ঘটে। সাহিত্য এই জন্যেই কোন বিশেষ দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ থাকে না—তার আবেদন সর্বদেশে ব্যাপ্ত।

বাংলা সাহিত্যেও আমরা দেখি বাঙালী সমাজের প্রতিফলন। চর্যাপদ বাংলার আদি সাহিত্যিক নিদর্শন। এগুলি সিদ্ধাচার্যগণের গূঢ় সাধনতত্ত্বকে রূপায়িত করতে লিখিত হয়েছিল। কিন্তু ধর্মচর্যার পাশাপাশি পদগুলিতে সমাজের পরিচয়ও এসে গিয়েছে। সেই সময়ের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা, জীবনধারার বিচিত্রতা, বিভিন্ন লোকাচারে সমৃদ্ধ এই পদগুলি সেকালের সমাজজীবনের দর্পণস্বরূপ। এরপরে যে কাব্যটি বাংলা ভাষার নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়, সেটি হলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই কাব্যটির মধ্যে সমকাল নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও সমাজচিত্র লক্ষ্যণীয়ভাবে উপস্থিত। মধ্যযুগের সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু হলো দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন। এই দেবদেবীর কথা বলতে গিয়ে যখনই মানুষের কথা এসেছে তখনই সমাজ এসে গিয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের চিত্র অত্যন্ত উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত। কালকেতু-ফুল্লরা, ভাড়ুদত্ত, মুরারী শীল, সনকা, বেহুলা এরা তো সকলেই বাঙালীর পারিবারিক জীবন থেকে সাহিত্যের আঙিনায় উঠে এসেছে। মধ্যযুগে বাঙালীর জীবনের বিভিন্ন কৌলীন্য প্রথা—বিধবা বিবাহজনিত সমস্যা সবই স্থান পেয়েছে সাহিত্য সৃষ্টিতে। সেদিনের বাঙালী সমাজের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, কুসংস্কার, খাদ্য তালিকার ছবি মধ্যযুগের সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে।

মধ্যযুগের দৈব-নির্ভর সাহিত্য আধুনিক যুগে অবলুপ্ত। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী ধারার অবসান ঘটেছে। চিন্তাজগতে পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে নতুন সাহিত্য—বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক যা কোনভাবেই মধ্যযুগীয় নয়। কিন্তু আধুনিক যুগের সাহিত্যেও সমাজ অস্বীকৃত নয়। সমাজের চিত্র আধুনিক সাহিত্যেও যথাযথরূপে ফুটে উঠেছে। আধুনিক যুগের মানুষ নানা জটিল সমস্যায় আক্রান্ত। জটিল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজের টানা-পোড়েন আধুনিক যুগের সাহিত্যের মৌল বিষয়।

সুতরাং সমাজ ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত। সাহিত্যের মধ্যেই সামাজিক মানুষের জন্মান্তর হয়। সাহিত্য সমাজেরই আয়না—সেই আয়নায় আমাদের চেহারাটা বার বার প্রত্যক্ষ করি।

Scanned with CamScanner